দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

33

দুই বোর্ডে এবার ফেলের হার গতবারের চেয়ে অনেক বেশি

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা ও যশোর বোর্ডে এবার রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করেছে, যা রীতিমত উদ্বেগজনক।

এই দুই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ত্র বছর ফেল করেছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭১৬ জন। পাস করেছে ৭৪ হাজার ৯০৮ জন। দুই বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ১২ হাজার ৬২৪ জন। যশোর বোর্ডে মোট ৭৪ হাজার ৯৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে ৫৭ হাজার ৭২৭ জন। অন্যদিকে পাস করেছে ১৭ হাজার ২২৪ জন। ফেলের হার যশোর বোর্ডে ৫৬ দশমিক ২০। পাসের হার ৪৩ দশমিক ৯৯। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪শ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯ হাজার ১৮৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করেছেন। পাস করেছেন ৫৮ হাজার ৪১১ জন। ফেলের হার এই বোর্ডে ৫৭ দশমিক ৮০। অন্যদিকে পাসের হার ৪২ দশমিক ২০।

গতবার ঢাকা বোর্ডে রেকর্ড সংখ্যক ৭৪ দশমিক ৪০ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছিল। গত বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮২৯ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৫৩ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছিল। অন্যদিকে যশোর বোর্ডে পাস করেছিল ৭০ দশমিক ৭৪ ভাগ। যশোর বোর্ডে গতবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ৩শ ৬৭ জন। পাস করেছিল ১ লাখ ৭শ ১১ জন।

(৮–এর পৃঃ ৮–এর কঃ দ্রঃ)

দুই বোর্ডে এবার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতবারের তুলনায় এবছর এই দুটি বোর্ডে প্রায় ১ লাখ কম পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও ফেলের হার এবারই সবচেয়ে বেশী।

এই বছর প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়ার ফলে পুরো বই পড়তে হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা হোঁচট খেয়েছে। ফলাফলও গতবারের বিপরীত হয়েছে। প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়ার ফলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও গতবারের তুলনায় কমেছে।

এই দুটি বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ক্যাডেট কলেজের ফল খারাপ হয়েছে। ক্যাডেট কলেজের তুলনায় ভাল ফল করেছে রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল। মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় স্থানসহ শীর্ষ স্থানীয় ২০ জনের মধ্যে এই স্কুল পেয়েছে ১৫টি স্থান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকা আইডিয়াল হাই স্কুল। এই স্কুল মেধা তালিকার তৃতীয় স্থানসহ শীর্ষ ২০টির মধ্যে ৮টি স্থান পেয়েছে। টাঙ্গাইল মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকার ৭টি পেয়েছে। এ বছর খারাপ করেছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী, উদয়ন স্কুল, ভিকারুননিসা নুন স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল প্রভৃতি।

অন্যদিকে যশোর বোর্ডে গতবার মেধা তালিকায় শীর্ষস্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করা বরিশাল ক্যাডেট কলেজ এবার তাদের স্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিশোধ নিয়েছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়সহ মেধা তালিকার ১৫টি স্থান দখল করেছে।

অন্যদিকে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ মেধাতালিকার ২০টির মধ্যে ৪র্থসহ মোট ৭টি স্থান পেয়েছে।

ফল খারাপ করেছে যশোর শহরের নামকরা স্কুল দাউদ পাবলিক স্কুল। এবার মেধা তালিকায় মাত্র দুটি স্থান পেয়েছে। এছাড়া শহরের অন্যান্য স্কুলগুলি মেধা তালিকায় কোন স্থান পায়নি। এছাড়াও খুলনা শহরের স্কুলগুলির অবস্থাও একই রকম। এই শহরের গবর্নমেন্ট করোনেশন সেকেন্ডারী গার্লস স্কুল এ বছর মাত্র মেধাতালিকার দুটি স্থান পেয়েছে। শহরের অন্যান্য স্কুলগুলির ফলাফল উল্লেখ করার মত নয়। এছাড়া কুষ্টিয়া জেলা স্কুল গতবারের তুলনায় খারাপ করেছে।

শনিবার ঘোষিত দুটি শিক্ষা বোর্ডের এ বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঢাকা বোর্ডের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ফেলের হার যশোর বোর্ডে কম। এই বোর্ডে ফেলের হার ৫৬ দশমিক ২০। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডে ফেলের হার ৫৭ দশমিক ৮০।

তবে গতবারের তুলনায় এ বছর প্রথম স্থান দখলকারীর মোট নম্বর অনেক বেশী। গতবার সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ খান নোমানী। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯০০। অন্যদিকে এ বছর এই শিক্ষাবোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান পেয়েছেন ৯৩৫।

গতবার ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী দুজন শামীমা শারমিন কান্তা, আবদুর রহিম মোস্তফা পেয়েছিলেন ৮৯৮। এ বছর প্রথম স্থান অধীকারী শিরাজী সরকার রানা পেয়েছেন রেকর্ড সংখ্যক ৯৪২ নম্বর।

মেধাতালিকার ২০টি স্থানে ঢাকা বোর্ডে ৪২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অন্যদিকে যশোর বোর্ডে রয়েছে ৩০ জন।